১৫৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR 20 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ... ৪ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ছাত্রলীগ কর্মীদের কাণ্ড

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ছাত্রলীগ কর্মীরা গতকাল শুক্রবার ডাকসু ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে তারা এ ঘটনাটি ঘটায়। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নতুন কমিটি থেকে যারা বাদ পড়েছে তারা এ ভাঙচুর করে এবং বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এ সময় ক্যাম্পাসে একটি মিছিল করে। মিছিল থেকে তারা বর্তমান কমিটিকে গাজীপুর সমিতি বলে অভিহিত করে।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতির বাড়ি গাজীপুর জেলায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল থেকে ডাকসু ভবনের দোতলায় ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্ধিত সভা চলছিল। এসময় কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি যথাক্রমে, বাহাদুর বেপারী ও সাজ্জাদ হোসেনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভা চলাকালীন ছাত্রলীগের কিছু কর্মী সভাস্থলে গিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং কেন তারা কমিটি থেকে বাদ পড়ল তার প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদশেষে তারা ডাকসু ভবনের জানালার কাঁচ, দরজা, ডাকসু সংগ্রহশালাসহ অন্য আসবাবপত্র ভাঙচুর, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং নেতৃবৃন্দকে গালাগালি করে। ভাঙচুরের পর ক্যাম্পাসে একটি মিছিল বের করে।

সূত্র জানায়, প্রকৃতপক্ষে ছাত্রলীগের বিবদমান দুটি গ্রুপের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দুটি গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাহাদুর বেপারীর সাথে আলাপ করলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি সাজ্জাদ হোসেনের সাথে আলাপ করা হলে তিনি স্বীকার করেন, যারা ভাঙচুর করেছে তারা ছাত্রলীগ কর্মী। তবে কে কে এ ঘটনায় জড়িত তা জানেন না।

সাজ্জাদ হোসেন বলেন, তারা বর্তমান কমিটির পদসংখ্যা আরো ১০টি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিল এবং নিচে নামার সময় অকারণে ভাঙচুর ও মিছিল করেছে।

এদিকে ছাত্রলীগের অপর একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের ধরে টিএসসি এলাকায় গতকাল রাত পৌনে ৮টার দিকে সজল নামে এক কর্মীকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের মনির ক্ষুর দিয়ে আঘাত করেছে।

সজল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ দ্বিতীয় বর্ষের এবং মুহসীন হলের ছাত্র। পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।